মুণ্ডকোপনিষদের বিষয়বস্তু

অথর্ববেদের তিনটি উপনিষদ - প্রশ্নোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ এবং মাণ্ডকোপনিষদ | এর মধ্যে মুণ্ডকোপনিষদ তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত | এখানে অধ্যায়কে মুণ্ডক নাম দেওয়া হয়েছে | প্রতিটি মুণ্ডকের দুটি করে খণ্ড আছে অর্থাত সর্বসমেত তিনটি মুণ্ডক ও ছয়টি খণ্ড এখানে পাওয়া যায় | প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে পরা ও অপরাবিদ্যার বর্ণনা আছে | ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে অপরাবিদ্যা এবং যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় তাকে পরাবিদ্যা বলা হয়েছে | পরাবিদ্যাযোগে মোক্ষলাভ হয় | দ্বিতীয় খণ্ডে অগ্নিহোত্রচতুর্মাস্যাদি যজ্ঞের কথা এবং যজ্ঞের নিন্দা শ্রুত হয় | যাগস্বরূপ নৌকা জীবকে ভবসাগর তরণ করাতে অসমর্থ | যজমানগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু কবলিত হন | ব্রহ্মজ্ঞান-ই একমাত্র ভবাম্বুধিতরণী এবং মোক্ষ প্রাপক | সেই পরাবিদ্যা লাভের জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর একান্ত আবশ্যক | দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হতে স্থাবর-জঙ্গম, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রপঞ্চ জগতের প্রতি পদার্থ কিরূপে সেই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা বিবৃত হয়েছে | দ্বিতীয় খণ্ডে প্রণব ওঁকার রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ও ব্রহ্মোপাসনার কথা এবং সেই পরমপুরুষের দর্শনে বর্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ার কথা ঋষি বলল্ছেন - "**ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে (2-2-8)**"| তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে এক-ই দেহে জীবাত্মা পরমাত্মা এক-ই রূপভেদ এক-ই বৃক্ষে আশ্রিত পক্ষিদ্বয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে | ব্রহ্মবিদ পুরুষ পুণ্যপাপ বর্জনে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন | দ্বিতীয় খণ্ডে কামনারহিত পুরুষের ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভ, সকাম বিষয়তৃষ্ণাযুক্তপুরুষের সাধন-বিফলতা, কেবল শাস্ত্রপাঠ বা মেধা দ্বারা আত্মাকে যে উপলব্ধি করা যায় না, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম-ই হন আর ভিন্ন থাকেন না ইত্যাদি ইত্যাদি পরত্মার্থতত্ত্বের উপদেশ শ্রুত হয় |